গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳১০০ ৳১০০

একশত টাকা

খন ৯৭৭০৪৬০

অবিকল নকল

সাব-রেজিস্ট্রার
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

Admissible under rule 20 duly stamped
(or exempt from or does not require
stamp duty) under the Stamp Act, 1899,
Schedule I, No.....
Schedule I-A, No.....
Fee paid—

ট্রাস্ট দলিল

ভূমিকা: মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে সমাজ জীবনে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, ন্যায় বিচার নিশ্চিত,শান্তি প্রতিষ্ঠা, পাচার বিরোধী, মাদক বিরোধী, জঙ্গিবাদ, বোমাবাজ রোধ, অবৈধ মাইগ্রেশন রোধ, নারী, শিশু-কিশোর নির্যাতন রোধ, ঘুষ, দুর্নীতি প্রতিহত, কুসংস্কার দুর করে স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় অগ্রসর করতে, নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধা, ছাত্র-ছাত্রী সহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষের মধ্যে **দেশপ্রেম** সৃষ্টির ব্রতী হয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তৈরীর মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে স্পেশাল মনিটরিং মিশন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন বাংলাদেশ শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

দেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সর্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন, মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী ও অংশগ্রহণকারী, সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি, ভাষা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী এবং বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা অটুট থাকবে।

২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে ঘোষিত ২০৩০ সালের মধ্যে **'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস্'** অর্জনে ১৭টি লক্ষ্য এবং ১৬৯টি টার্গেট এবং জাতিসংঘ ঘোষিত সার্বজনিন মানবাধিকার বাস্তবায়নে সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহন আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সাব-রেজিস্ট্রার
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

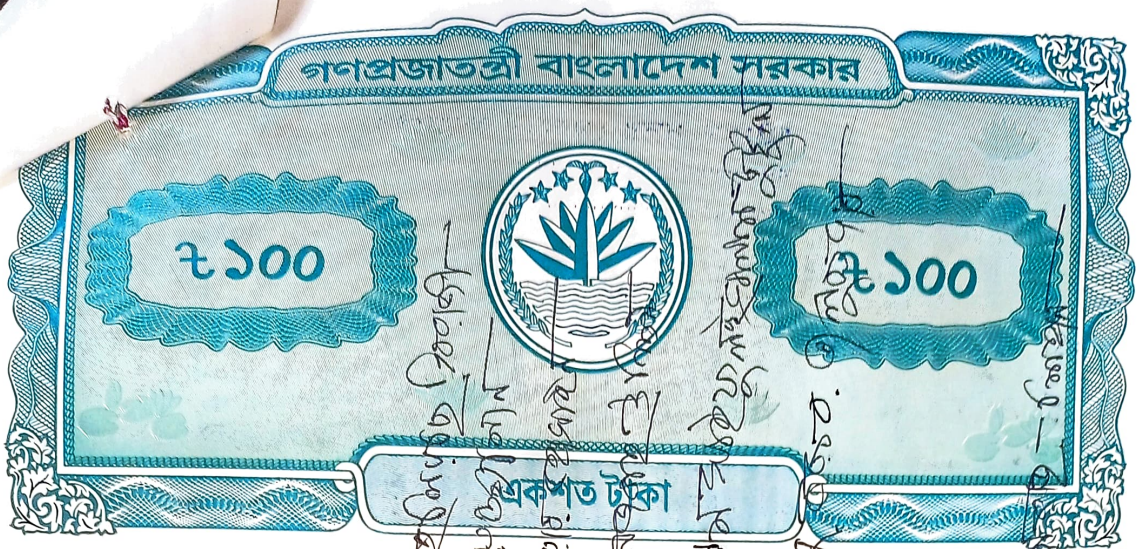

খন ৯৭৭০৪৬১

১. সংগঠনের নাম ঃ **স্পেশাল মনিটরিং মিশন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন বাংলাদেশ ট্রাস্ট।**
(সংগঠনটি ইন্টারগর্ভমেন্টাল ইন্টারন্যাশনাল স্পেশালাইজড সংগঠন)
ইংরেজী নাম ঃ **Special Monitoring Mission International Human Rights Commission Bangladesh Trust.**
আর্ন্তজাতিক আইডি নং : ০৫৯৬৭০২৩।

২. **সংগঠনের নিবন্ধিত কার্যালয় ঃ-** ইমারত নং-১বি, ফ্ল্যাট নং-বি৬, ফিরোজশাহ্ হাউজিং সোসাইটি, থানা-আকবরশাহ্, জেলা-চট্টগ্রাম।

২(ক). **সংগঠনের বাংলাদেশ কার্যালয় ঃ-**মক্কা মদিনা ট্রেড সেন্টার (১৩তলা), ৭৮, আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা, থানা-ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম তবে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশের যে কোন স্থানে কার্য্যালয় স্থানান্তর করা যেতে পারে।

২(খ). **সংগঠনের প্রধান কার্যালয় ও ওয়েব সাইট ঃ-**
Loretanske nameste 109/3, Prague-1, Hradcany, 11800 Prague, Czech Republic, EU. http://www.ihrchq.org

৩। **সংগঠনের প্রাথমিক মূলধন ঃ-** অত্র সংঠনের প্রাথমিক মূলধন হবে ১০,০০০/- টাকা।

৪। **কার্য্যএলাকা ঃ** সমগ্র বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ অধিভুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ সমূহ।

৫। **সংগঠনের ধরণ ও প্রকৃতি ঃ** স্পেশাল মনিটরিং মিশন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন বাংলাদেশ শাখা একটি অলাভজনক, স্বায়ত্ত্বশাসিত, স্বেচ্ছাসেবী, বে-সরকারী, অরাজনৈতিক, মানবাধিকার এবং দাতব্য সংস্থা। সংগঠনটি বাংলাদেশ সংবিধান অনুমোদিত সকল গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং নিপীড়িত জনগোষ্টিকে বিনামূল্যে আইনী পরামর্শ প্রদান, তাদের পক্ষে আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। **১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত প্যারিস ডিক্লারেশনে "সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ৩০টি ধারায়"** বর্ণিত মানবাধিকার নিপিড়ীত, হতদরিদ্র, অসহায়, অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল, প্রান্তিক জনগোষ্টির শারিরিক ও মানষিক, স্বাস্থ্য এবং বাসস্থান বিষয়ে মানবিক উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্পেশাল মনিটরিং মিশন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন বাংলাদেশ শাখা গঠিত হয়েছে। স্পেশাল মনিটরিং মিশন

ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন বাংলাদেশ শাখা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়া সাপেক্ষে নিম্নে বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়ন করবে এবং "নিবন্ধন আইনের ২০ এর বিধানের বিপরীতে উদ্দেশ্যাবলী কার্যকর নয় বলে গণ্য করা হবে"।

৬. **স্পেশাল মনিটরিং মিশন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ**

ক) স্পেশাল মনিটরিং মিশন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন বাংলাদেশ শাখা সাধারণ জনগণের জন্য একটি অরাজনৈতিক, বে-সরকারী, কল্যাণ মূলক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী, দাতব্য সংস্থা।

খ) সামাজিক অপরাধসমূহ প্রতিরোধ ও নির্মূলকরণ, দূর্বল অত্যাচারিত, নিপীড়িত মানুষকে আইনি পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা।

গ) স্বাস্থ্য সেবাও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হাসপাতাল, ক্লিনিক, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করা। তাছাড়া উক্ত লক্ষ্যে পরিচালিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গুলোতে সাধ্যমত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা, এইচআইভি- এইডস্, ডেঙ্গু, কোভিড-১৯ ইত্যাদি বৈশ্বিক মহামারী প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং মাদকবিরোধী কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা ?

ঘ) ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থার ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখা, বিচার বহির্ভূত কারাবাসের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহন, নিয়মিত কারা পরিদর্শনের মাধ্যমে বন্দীদের অধিকার সুনিশ্চিত করা এবং জনগনের বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করা।

ঙ) শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অস্বচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদর বৃত্তির মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা।

চ) স্বাক্ষরতা কেন্দ্র, পাঠাগার এবং নৈতিক অবক্ষয় রোধে বহুমূখি সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষকতা করা। সরকারী কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিও বিষয়ে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করা।

ছ) দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেকারত্ব নিরশনে শিক্ষিত বেকারদের জন্য উচ্চতর দক্ষতামূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা ?

জ) ক্ষুদ্র ও নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠীর জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্যে সাধারণ ও বিশেষ স্বাস্থ্য ও কারিগরী শিক্ষামূলক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করা।

ঝ) সমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত এবং সার্বজনীন ভাতৃত্ববোধ জাগরণ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয়/আন্তর্জাতিক সেমিনার, বক্তৃতা, আন্তঃধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা/ক্রেস্ট দিয়ে সম্মানিত করা?

ঞ) স্বল্প সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকার লংঘন পর্যবেক্ষণ এবং আইনগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সমাজের অধীনস্থ বিভাগকে ক্ষমতায়ন করা ?

ট) সাম্প্রাদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, বোমাবাজ প্রতিরোধে বাংলাদেশ ও বৈশ্বিকসর্বোচ্চ শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রাখা।

ঠ) পরিবেশ রক্ষায়- বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, মশক নিধন, সেনিটেশন, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে ফলজ, বনজ, ঔষধি নার্সারী তথা বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। বাড়ির পাশে নালা, নর্দমা, ড্রেইন, খাল পরিষ্কার করার জন্য জনগন কে উদ্বুদ্ধ করা। খাল, নদী দখলের কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলা।

ড) আবাসন সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে দেশের যে কোন অঞ্চলে পরিকল্পিত আবাসন প্রকল্প গ্রহণ ও সুবিধা বঞ্চিত আশ্রয়হীন বয়বৃদ্ধের জন্য বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করা।

ঢ) সমৃদ্ধিশীল জাতি গঠনের লক্ষ্যে উচ্চতর গবেষনা বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ, স্যাটেলাইট টিভি, আইপিটিভি স্থাপন নিয়মিত ভার্চুয়াল সংলাপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

ন) ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প সহ যে কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগপূর্ণ অবস্থায় তাৎক্ষনিকভাবে ত্রাণ ও পূর্ণবাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ত) সামাজিক অবক্ষয় এবং কুসংস্কার রোধে যৌতুক প্রথা, পণপ্রথা, বাল্য-বিবাহ, বহু-বিবাহ, তালাক ও মুসলিম কাবিনের অপব্যবহার রোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী গ্রাম কেন্দ্রীক উঠান বৈঠক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

থ) খাদ্যে ভেজাল, ওজনে ঠকানো, হোটেল রেস্ট্রুরেন্টে পঁচা বাসি খাবার বিক্রির বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরী করা।

দ) ফল-মূল, মাছ, মাংস, সবজীতে ফরমালিন মিশ্রনের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরি করা।

ধ) যাত্রীবাহি গনপরিবহন যত্রতত্র যাত্রী উঠা নামা বন্ধ করা, পরিবহনে সীট কভার নিয়মিত পরিষ্কার করতে মালিক পক্ষকে উদ্বুদ্ধ করা। ড্রাইভিং লাইসেন্স বিহীন, ফিটনেস বিহীন কোন গাড়ি যেন রাস্তায় চলাচল না করে তার ব্যবস্থা করা ও যাত্রী সেবার মান উন্নত করা।

ন) জঙ্গিবাদ, বোমাবাজ নাশকতা সৃষ্টিকারী, অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা করা।

প) বস্তিবাসীর জীবন মান উন্নয়নে পরিছন্ন পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখা। নিরীহ অস্বচ্ছল, অসহায় পরিবারকে খাদ্য দ্রব্য, ঔষধ পত্র দান-অনুদান দেওয়া। কোন ক্রমেই সুধে অর্থ বিনিয়োগ করা যাবেনা।

ক) যুবকদের মধ্যে বাইক এক্সিডেন্টের বিষয় সচেতনতা সৃষ্টি ও অবৈধভাবে সাগর পথে টলার ছেড়ে বিদেশ গমনে নিরুৎসাহিত করা।

৭. **আয় ঃ**

সংগঠন এর আয়ের উৎস হচ্ছে সদস্যদের ভর্তি ফি এবং বাৎসরিক চাঁদা, এককালীন দান-অনুদান ইত্যাদি। সংগঠন এর যে কোন আয় এবং সম্পত্তি শুধুমাত্র সংগঠনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যয় করা হবে এবং এর কোন অংশ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে লভ্যাংশ, বোনাস, বেতন বা বেতনের বদলে প্রদত্ত কোন পারিশ্রমিক, হাত খরচ ইত্যাদি কোন সদস্য বা সদস্যের মাধ্যমে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান বা হস্তান্তর করা যাবে না।

৭(১). **তহবিল সংগ্রহ এবং ব্যবহার ঃ**

ক) সংগঠনের নামে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত এক বা একাধিক তপসিলী ব্যাংকে ব্যাংক হিসাব খোলা হবে। চেয়ারম্যান, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদকের যে কোন দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংকিং লেনদেন সম্পন্ন হবে। যে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সমাজ বা সংস্থা থেকে দান, নগদ অর্থ গ্রহণ করে সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করা হবে এবং বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের ক্ষেত্রে Foreign Donation Act 1978-XLVI অনুসরন করা

হবে এবং বিদেশী অনুদান সমূহে নির্ধারিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি অনুসরন করা হবে এবং বিদেশী অনুদান সমূহে নির্ধারিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি অনুসরণ না করে সংগঠনটি কোন বিদেশী দান-অনুদান গ্রহণ করবে না।

খ) সংগঠনের তহবিল বা ফান্ডের সমুদয়/ অংশ বিশেষ ফাউন্ডেশনের গঠন ও পরিচালনার জন্য বা কোন বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বা প্রকল্পে কর্মরত ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের বেতন প্রদান এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য এবং সংগঠনে নিযুক্ত বেতনভুক্ত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক ব্যয় সংগঠনের তহবিল থেকে ব্যয় করা হবে।

৯. প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের নাম, ঠিকানা, ছবি ও স্বাক্ষর ঃ-

ক্রম	নাম/পিতা/ঠিকানা	পদবী	ছবি
০১	মোহাম্মদ ইলিয়াস সিরাজী পিতা- রহিম উল্ল্যাহ ভূঞা পেশা- ব্যবসা শাহআমানত ম্যানশন (২য় তলা), শান্তিবাগ মোড়, আগ্রাবাদ এক্সেস রোড, হালিশহর, চট্টগ্রাম। জন্ম তারিখ- এন. আইডি- ১৫৯৩৫২৪০১৬৩৩৬ মোবাইল- ০১৭১২৬৫৭৮৭২	চেয়ারম্যান/ সভাপতি	
০২	**মোঃ কামরুজ্জামান** পিতা- এম.এ. রশিদ পেশা- ব্যবসা বাড়ি নং-৭২, রোড-২৭, সি.ডি.এ, আগ্রাবাদ, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম। জন্ম তারিখ- ২০/০৬/১৯৭৩ ইংরেজী। এন.আইডি- ৮২০১৪৯১২৩৩ মোবাইল নং-০১৭১১৭৬১৬৬৮।	ভাইস চেয়ারম্যান/ সহ-সভাপতি	

০৩	এডভোকেট মোঃ সরোয়ার হোসাইন লাভলু পিতা- মোঃ আবুল হাশেম পেশা- আইনজীবী ঠিকানা- বাসা-৪৫০, রহিম বক্স সওদাগর বাড়ি, পশ্চিম আমিরাবাদ, সীতাকুন্ড (৪৩১০), চট্টগ্রাম। জন্ম তারিখ- ০১/০১/১৯৮৫ ইংরেজী। এন.আইডি-৩৭০০২৩৮৯৮৭ মোবাইল- ০১৭৭৫০২৫৩৮৫	ভাইস চেয়ারম্যান	
০৪	মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন তুষার পিতা- মোহাম্মদ আবুল বশর পেশা- বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী ঠিকানা- আলি মিয়ার বাড়ি, খাঁসখামা, ১০নং হাইলধর ইউনিয়ন, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম। এন.আইডি-৬৪১০২১২০৪৪ মোবাইল- ০১৮৫৪৬৬৬৭৭৮	পরিচালক	
০৫	এ.জেড.এম সাইফুল ইসলাম টুটুল পিতা- মোঃ আবুল কালাম পেশা- ব্যবসা ঠিকানা- পশ্চিম মিরসরাই, মধ্যম মঘাদিয়া, ডাকঘর- মিরসরাই- ৪৩২০, মিরসরাই, চট্টগ্রাম। এন.আইডি-১৫২৫৩১৫৬০৪৭৮৩ মোবাইল- ০১৮১৯৫৫৯৫৬২	পরিচালক	
০৬	এডভোকেট মোহাম্মদ আবু বকর তালুকদার পিতা- রশিদ আহমদ তালুকদার পেশা- আইনজীবি ঠিকানা- ৫৭২/এ, হোসেন মঞ্জিল, হারেস শাহ লেইন, বাদুরতলা, আরাকান রোড, শোলকবহর, চাঁন্দগাঁও (৪২১২), পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। এন.আইডি-৩৭১২২২৪৮৭৬ মোবাইল-০১৮১৮৮৬৬২০২	পরিচালক	

সাব-রেজিস্ট্রার
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম

০৭	ইঞ্জিনিয়ার তাওসিফ ইমরাজ শিহান পিতা- তাহের আহমদ পেশা- চাকুরী ঠিকানা- সেকান্দর মিঞার বাড়ি, আশরাফ আলি রোড, কোতোয়লি, চট্টগ্রাম। এন.আইডি-১৫৯৪১৩৪৭০৮৩০৫ মোবাইল- ০১৭০৯৬৪২৮৭২	পরিচালক	

10. Special Monitoring Mission International Human Rights Commission এর এই নিয়ম এবং প্রবিধানসমূহ, যদি না প্রসঙ্গটি অন্যথায় প্রয়োজন হয় ঃ-

ক) সংগঠনটি বলতে বুঝাবে- স্পেশাল মনিটরিং মিশন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস্ কমিশন বাংলাদেশ শাখাকে বুঝাবে।

খ) চেয়ারম্যান বলতে-নির্বাহী কমিটির সভাপতি/ আহবায়ক কে বুঝাবে।

গ) ভাইস-চেয়ারম্যান বলতে কার্য্য নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি/আহবায়ক কমিটির যুগ্ম আহবায়ক কে বুঝাবে, পরিচালক বলতে নির্বাহী কমিটি/ আহবায়ক কমিটির সদস্যকে বুঝাবে।

ঘ) আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব ও কার্য্যনির্বাহী কমিটির সম্পাদক একই অর্থে বুঝাবে।

ঙ) অফিস মানে- স্পেশাল মনিটরিং মিশন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস্ কমিশন বাংলাদেশ এর নিবন্ধিত অফিস।

চ) সরকার মানে- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ছ) সদস্য মানে- সংগঠনের সদস্য বুঝাবে।

জ) মাস মানে- ইংরেজী ক্যালেন্ডার মাস।

ঝ) সীল মানে-সংগঠনের সীল।

ঞ) সাধারণ সভা- ট্রাস্ট এর সাধারণ সভা।

ট) সাধারণ সভা এবং অতিরিক্ত সাধারণ সভা যথাক্রমে একটি সাধারণ এবং অতিরিক্ত সাধারণ সভা।

ঠ) নিয়ম মানে- ট্রাস্ট এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি দ্বারা গঠিত আইন ও বিধি।

ড) মুদ্রণ, লিথোগ্রাফী, লেজার প্রিন্টিং, টাইপ লিখন, টেলেক্স, ফ্যাক্স, ইমেইল এবং দৃশ্যমান ফর্মগুলীতে শব্দগুলোর প্রতিনিধিত্ব করার অন্যান্য পদ্ধতি সহ লিখিত ।

ঢ) ইংরেজীতে সংক্ষিপ্ত নাম ঃ SMM IHRC BD.

১১. সদস্যের শ্রেণী বিভাগ ঃ ০৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত থাকবে :-

ক) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, খ) সাধারণ সদস্য, গ) আজীবন দাতা সদস্য।

১১. ক.প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ঃ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ১৮৬০ সালের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট XXI এর অধীনে সংগঠনের নিবন্ধনের তারিখে প্রতিষ্ঠানের সংঘ স্মারকে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিগণ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন। সংগঠনে কার্য্যনির্বাহী পরিষদে অপারগতার কারণে

সংগঠনের বড় কোন ক্ষতি সাধন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ একমত হয়ে কার্যকরী কমিটি বিলুপ্তি ঘোষণা করে আহবায়ক কমিটি গঠন করতে পারবেন। যে কোন সময়ে কার্য্যনির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান/সভাপতি/ আহবায়ক সহ সকল পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। SMMIHRC বাংলাদেশ এর উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে লায়ন মোহাম্মদ ইলিয়াস সিরাজী আজীবন এই সংগঠনের যে কোন পদে থাকুক বা না থাকুক সংগঠনের পক্ষ হইতে সম্মামনা পাইবে। তিনি এই সংগঠনের কার্যক্রম থেকে অবসর গ্রহণ করিলে এই সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সরাসরি মনোনিত হইবেন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ যদি সংগঠন থেকে অব্যাহতি নেন তবে তাহারা পযায়ক্রমে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত হবেন।

১১.খ.সাধারণ সদস্য ঃ নির্ধারিত সদস্য ফরম পূরণ পূর্বক সুস্থ মস্তিস্কের ১৮ বছর উর্দ্ধ মানবাধিকার রক্ষায় সচেষ্ঠ বাংলাদেশের যে কোন বৈধ নাগরিক কিন্তু আদালত কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত নয় এমন ব্যক্তি সদস্য পদ লাভের জন্য আবেদন করতে পারেন এবং তারা সাধারণ সদস্য হিসাবে বিবেচিত হবে। প্রত্যেক সাধারণ সদস্যকে সদস্য ফি বাবদ ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা স্পেশাল মনিটরিং মিশন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস্ কমিশনস বাংলাদেশ সংগঠনের অনুকূলে প্রদান করতে হবে। প্রত্যেক সাধারণ সদস্যকে মাসিক ১০০/- (একশত) টাকা হারে মোট ১২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকা বার্ষিক ফি প্রদান করতে হবে। সাধারণ সদস্যগণ আহবায়ক কমিটি/ কার্যকরী কমিটি গঠনের সময় আহবায়ক/ চেয়ারম্যান/ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক/ সদস্য সচিব ব্যতিত সকল পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

১১.গ.আজীবন দাতা সদস্য ঃ কোন ব্যক্তি যিনি সংগঠনের কার্য্যকলাপে আগ্রহী হয়ে এবং উক্ত সংগঠনটির গঠনতন্ত্র দ্বারা বাধাগ্রস্থ না হন, কমপক্ষে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা নগদ অনুদান প্রদানের মাধ্যমে সদস্য পদ লাভ করতে পারবেন। সংগঠনের সদস্য অথবা কর্মকর্তাদের দ্বারা সংগঠনের কার্যালয়ে যে কোন কর্মদিবসের অফিস সময়ে সদস্য ফরম বিতরণ এবং গ্রহণ করা হবে, সদস্য ফি সহ অন্যান্য ফি ফাউন্ডেশনের ব্যাংক হিসাবে জমা করতে হইবে। আজীবন দাতা সদস্যগণ কমিটি গঠনের সময় আহবায়ক/ চেয়ারম্যান/ সভাপতি ব্যতিত সকল পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

* সংগঠনের প্রত্যেক সদস্য এক ভোটের অধিকারী হইবেন। সংগঠনের কোন সদস্য বার্ষিক ফি বকেয়া থাকলে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। ধারাবাহিকভাবে দুই বছর বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সদস্য তার সদস্য পদ হারাবেন।

* কোন সদস্য আদালত কর্তৃক দন্ডিত হলে বা দেউলিয়া ঘোষিত হলে উক্ত সদস্যের সদস্যপদ বিনা নোটিশে বাতিল হবে।

* কোন সদস্য সংগঠনের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করলে বা সংগঠনের কোন প্রকার তহবিল আত্মস্বাত প্রমানিত হলে, কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক তার সদস্য পদ বাতিল করা হবে।

* কার্যনির্বাহী কমিটির/ আহবায়ক কমিটির সদস্য যদি সংগঠনের আহুত পরপর তিন সভায় উপস্থিত হতে ব্যর্থ হন সেক্ষেত্রে তৃতীয় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সে সদস্যের পদস্থলে অন্য সদস্যকে মনোনিত করবেন।

* বিশেষ কোন তহবিলের ক্রেডিট/পরিমাণটি শুধুমাত্র বিশেষ উদ্দেশ্যে কার্য্যনির্বাহী কমিটি দ্বারা ব্যবহৃত হবে অন্যথায় নয়।

১২. সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

সংগঠন পরিচালনার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো ০৪টি

ক) সাধারণ পরিষদ,

খ) আহবায়ক কমিটি/কার্য্যনির্বাহী পরিষদ,

গ) উপদেষ্টা পরিষদ,

ঘ) সাংগঠনিক পরিষদ থাকিবে, তবে ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন, আর্ন্তজাতিক আইডি নং- ৫৯৬৭০২৩ এর সহযোগি সংগঠন হিসাবে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও ইন্টারন্যাশনাল সেক্রেটারী জেনারেল স্যার রাফেল মারসিন ওয়াসিক এই সংগঠনের আর্ন্তজাতিক চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী হিসেবে এই সংগঠনের উন্নয়নের স্বার্থে যেকোন সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত সিদ্ধান্ত এই সংগঠনের সকল পরিষদের সকল সিদ্ধান্তের উর্দ্ধে হইবে।

১২.ক.সাধারণ পরিষদ

সকল সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হইবে সাধারণ পরিষদ তবে সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা কোন উর্ধ্ব সীমা হইবে না। ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সাধারণ পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

১২.খ.আহবায়ক কমিটি/কার্য্যনির্বাহী পরিষদ

সাধারণ সভার ২/৩ অংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে কার্য্যনির্বাহী কমিটি গঠন করবেন। যদি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা সম্ভবপর না হয় বা সর্বসম্মত না হন তখন আহবায়ক কমিটি গঠন করবেন।

১২.খ.১. আহবায়ক কমিটি

সোসাইটির ০৭(সাত) জন সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠিত হবে যাহাতে ০১ (এক) জন আহবায়ক, ০২ (দুই) জন যুগ্ম-আহবায়ক, ০১ (এক) জন সদস্য সচিব, বাকিরা সদস্য। উক্ত কমিটি সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের মধ্যে সাধারণ সভা অথবা নির্বাচনের মাধ্যমে কার্য্যনির্বাহী পরিষদ গঠন পূর্বক উক্ত কমিটির কাছে ক্ষমতা স্থানান্তর করবেন এবং সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ কার্য্যনির্বাহী কমিটি গঠনের পর নির্বাচিত কমিটিকে দায়িত্ব স্থানান্তরের পূর্ব পর্যন্ত আহবায়ক কমিটি সংগঠনের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

১২.খ.২. কার্য্যনির্বাহী পরিষদ

কার্য্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে ০৭ (সাত) জন। সংগঠনের কার্য সমূহ একটি নির্বাহী কমিটি দ্বারা পরিচালিত হবে, যা সমাজের ক্রিয়াকলাপে দিক নির্দেশনা এবং সুযোগ নির্ধারণ করার দায়িত্ব থাকবে, কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন সাধারণ সদ্যদের ভোট দ্বারা বা আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারিত হইবে। কার্য্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজন বোধে যে কোন সময় সদস্য তলিকাভুক্ত করতে পারবেন। কার্য্যনির্বাহী কমিটি সংগঠনের আর্থিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করবে । কার্য্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ কমপক্ষে ৫ বছর হইবে। প্রয়োজনে জেলা, উপজেলা, থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড ভিত্তিক শাখা কমিটি গঠন করে কার্য পরিধি বিস্তৃত করা যাবে, তবে তাহা কার্য্যনির্বাহী কমিটির সর্ব সম্মতিক্রমে অনুমোদিত হতে হবে।

সংগঠনের ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট কার্য্যনির্বাহী কমিটির গঠন নিম্নরূপঃ

১. সংগঠনের চেয়ারম্যান ০১ (এক) জন।

২. সংগঠনের ভাইস-চেয়ারম্যান ০২ (দুই) জন।

৩. সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ০১ (এক) জন।

৪. সংগঠনের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ০১ (এক) জন।

৫. সংগঠনের অর্থ সম্পাদক ০১ (এক) জন।

৬. সংগঠনের সাংগঠনিক, প্রচার, প্রকাশনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ত্রাণ সম্পাদক ০১ (এক) জন।

৭. সংগঠনের আইন, তথ্য প্রযুক্তি, মহিলা বিষয়ক, বন ও পরিবেশ সম্পাদক ০১ (এক) জন।

৮. সংগঠনের দপ্তর ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ০১ (এক) জন।

৯. সংগঠনের নির্বাহী সদস্য ০২ (দুই) জন।

সর্বমোট ১১ (এগার) জন সদস্য।

১২.গ.উপদেষ্টা কমিটি ঃ

কার্য্যনির্বাহী কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে ০২ বছরের কম নয় এমন সময়ের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করবে। উপদেষ্টা কমিটি উত্থাপিত যে কোন সময় যে কোন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবে। উপদেষ্টা পরিষদ অবশ্যই প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও আজীবন দাতা সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হবেন। চেয়ারম্যানের লিখিত পত্র প্রাপ্তির পর থেকে পরবর্তি ০২(দুই) বছরের জন্য সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করবেন। ০৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি থাকবে। উপদেষ্টা সদস্যদের মনোনয়ন চেয়ারম্যান ও প্রধান উপদেষ্টা আলোচনা করে মনোনিত করবেন।

১১.ঘ.সাংগঠনিক পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক অর্পিত বিভিন্ন বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবেন।

১৩. কার্য্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১৩.১. চেয়ারম্যান (ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর)ঃ সংগঠনের সকল কাজের মধ্যমনি হবেন চেয়ারম্যান।

সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং তার উত্তরাধিকারী নির্বাচনের আগ পর্যন্ত স্ব-পদে বহাল থাকবেন। তবে পুনরায় নির্বাচনের জন্য যোগ্য হবেন। চেয়ারম্যান পদত্যাগ করলে বা মৃত্যুজনিত কারনে, চেয়ারম্যান এর অনুপস্থিতিতে, অসুস্থতার কারনে তার অফিসের কার্য নির্বাহ করতে না পারলে বা অন্য কোন কারনে পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কার্য সম্পাদন করবেন। ততক্ষণ সংগঠন ভাইস-চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন। চেয়ারম্যান/সভাপতি/আহবায়ক নির্বাচনে অবশ্যই প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত/মনোনিত করতে হবে। যেকোন সদস্যের অনৈতিক, সংগঠন বিরোধী, দেশদ্রোহী কর্মকান্ডের জন্য চেয়ারম্যান উক্ত সদস্যকে অব্যাহতি/বহিঃস্কার করতে পারবেন।

১৩.২.ভাইস-চেয়ারম্যান ঃ

চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতে ভাইস-চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যানের কার্য সম্পাদন করিবেন এবং নির্বাহী কমিটি কর্তৃক আরোপিত কোন বিশেষদায়িত্ব পালন করবেন।

ভাইস-চেয়ারম্যান পদ কোন কারনে খালি থাকলে, নির্বাহী কমিটি যত দ্রুত সম্ভব ভাইস-চেয়ারম্যান পদ নির্বাচন করিবেন। ভাইস-চেয়ারম্যানগণ ক্রমানুসারে দায়িত্ব পালন করবেন।

১৩.৩ সাধারণ সম্পাদকঃ

সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক হবেন। তিনি ০২ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। তিনি সংগঠনের যাবতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সদা সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন এবং যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। সংগঠনের সকল উদ্যোগ সাধারণ সম্পাদক দ্বারা পরিচালিত হবে এবং উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ এবং তাদের অপসারণ বা বরখাস্তের প্রস্তাব করার ক্ষমতা সাধারণ সম্পাদকের থাকবে। নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য/সদস্যগণ সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করতে হলে সাধারণ সভাতে উত্থাপন করবেন। সাধারন সম্পাদক/ সদস্য সচিব অবশ্যই প্রতিষ্ঠাতা/ দাতা সদস্য হইতে নির্বাচিত হইবে।

১৩.৪.যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ঃ

চেয়ারম্যান এবং সাধারন সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পালন করবেন। সাধারণ সম্পাদকের পদ কোন কারনে খালি হলে **চেয়ারম্যান** যুগ্ম সাধারন সম্পাদকগণ থেকে যে কোন একজনকে ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পন করবেন। তিনি সাধারণ সম্পাদক তথা নির্বাহী পরিচালক কে সহায়তা করার লক্ষ্যে কার্য্যনির্বাহী কমিটির সভা ও সোসাইটির সভায় সকল কার্য সম্পাদন করবেন। তিনি সাধারণ ও কার্য্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকসহ সকল কর্মকান্ডের সকল উপাদান প্রস্তুত ও জমা দেবেন। তিনি "সীল" এবং অন্যান্য রেকর্ড, ফাইল, নথিপত্র এবং কাগজপত্রের নিরাপত্তা হেফাজত করবেন।

১৩.৫.অর্থ সম্পাদক ঃ

তিনি সংগঠনের যাবতীয় হিসাব নিকাশ এবং ক্যাশবুকের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। অর্থ সম্পাদক সংগঠনের প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা হবেন। সংগঠনের তহবিল এবং অন্যান্য সম্পদের

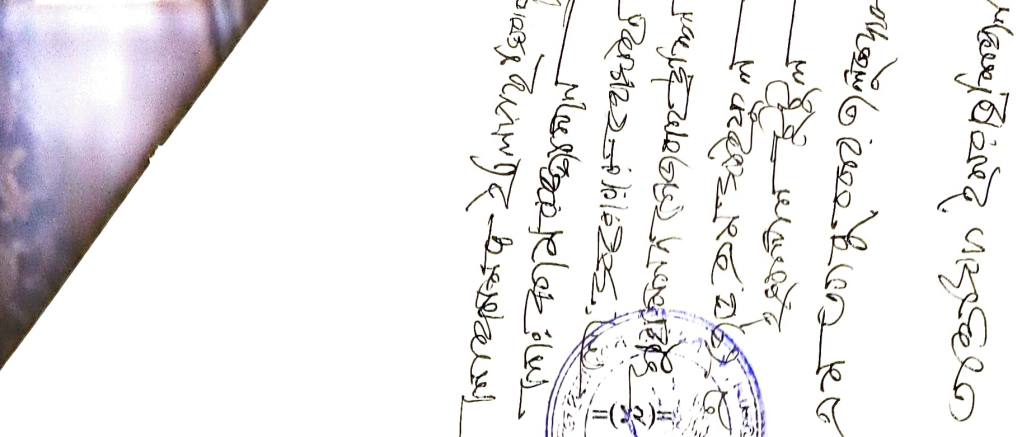

প্রাপ্তি, হেফাজত ও বিতরণের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কার্য্যনির্বাহী কমিটির নিকট দায়ী থাকবেন। ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার অধিক অর্থ নিজ হাতে না রেখে ব্যাংকে জমা রাখবেন।

১৩.৬. **যুগ্ম- অর্থ সম্পাদক** ঃ অর্থ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি দায়িত্ব পালন করবেন । সংগঠনের সদস্যদের থেকে আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখবেন।

১৩.৭. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ

তিনি সংগঠনের সাংগঠনিক অবকাঠামো শক্তিশালি করার লক্ষ্যে সভাপতি/সম্পাদকের নির্দেশক্রমে সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং তা বাস্তবায়ন করবেন। তিনি সাংগঠনিক কাজে সদা তৎপর থাকবেন।

১৩.৮. **যুগ্ম -সংগঠনিক সম্পাদক** ঃ সাংগঠনিক সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করবেন।

১৩.৯. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ঃ

নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তিনি সংগঠনের স্বার্থে প্রচার কার্য চালিয়ে যাবেন। সংগঠনের সকল সভা সমূহের নোটিশ বিজ্ঞপ্তি সংগঠনের নির্দেশিত সদস্যদের নিয়ে যথাসময়ে পৌছাই দিবেন। পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতি/সম্পাদকের পরামর্শক্রমে সংগঠনের সকল প্রকার প্রচার প্রচারণার কার্যক্রম সম্পাদন করবেন।

১৩.১০. দপ্তর সম্পাদক ঃ

সংগঠনের দাপ্তরিক ও সাংগঠনিক এবং সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রাদী ও আনুষাঙ্গিক (সম্পদ) এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনসহ কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন।

১৩.১১.কার্য্যনির্বাহী সদস্যগণ ঃ

কার্য্যনির্বাহী সদস্যগণ সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলির বাস্তবায়নে পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য সচেষ্ঠ থাকবেন, পাশাপাশি কার্য্যনির্বাহী কমিটির নির্দেশে বা অনুমোদন সাপেক্ষে সংগঠনের তহবিল সংরক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন।

১৪. কার্য্যনির্বাহী কমিটির সভাঃ

১৪.১.কোন সভাতে নির্বাহী কমিটি ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) উপস্থিতিতে কোরাম গঠন করা হবে এবং প্রতিটি সদস্যদের একটি করে ভোট থাকবে। নির্বাহী কমিটির মিটিং বছরে ০৬ (ছয়) বারের বেশি হবে না।

১৪.২. সংগঠনের অফিসে একজন দপ্তর সম্পাদক থাকবে, যিনি প্রত্যেক সদস্যদের নাম ঠিকানা লিপিবদ্ধ করবেন। যে কোন সদস্যের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নং, ইমেইল, পেশা ও জাতীয়তাসহ কমিটির নিকট উপস্থাপন করবেন।

১৪.৩.কার্য্যনির্বাহী কমিটির সভায় যে কোন সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে গ্রহণ বা বর্জন করা হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি ভোট সমান হয় তবে কার্য্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান অতিরিক্ত তার দ্বিতীয় ভোট প্রয়োগ করবেন।

১৪.৪.সাধারণ সম্পাদক কোন জরুরী পরিস্থিতিতে ২৪ ঘন্টার নোটিশে নির্দিষ্ট এজেন্ডাসহ জরুরী সভা আহবান করতে পারবেন।

১৪.৫.মৃত্যুজনিত কারনে, পদত্যাগ, অপসারণ বা অন্য কোন কারনে কোন পদ খালি হলে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত ক্রমে সাধারণ পরিষদ এর কোন সদস্য দ্বারা পূরণ করা হবে অথবা অন্য কোন বিকল্প পথে শূণ্যতা পূরন করা হবে।

১৪.৬.কার্য্যনির্বাহী কমিটি সংগঠনের গঠনতন্ত্রের কোন অংশ বিশেষ সংশোধন করে কোন কাজ করবে না এবং সংগঠনের নির্বাহী কমিটি বা অন্য কোন সদস্য কর্তৃক গঠনতন্ত্রের কোন ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও কোন আইন বা কার্যধারা অবৈধ হবে না।

১৪.৭. বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ

বার্ষিক সাধারণ সভা বছরে অন্তত একবার অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সভার ৭ (সাত) দিন পূর্বে প্রত্যেক সদস্যকে সাধারণ সভার তারিখ, সময় এবং স্থান উল্লেখ করে নোটিশ প্রদান করা হবে। তবে কোন স্বল্প সময়ের নোটিশেও কোন সভা অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

১৪.৮.প্রত্যেক সাধারণ বা নির্দিষ্ট সভায় সংগঠনের ২/৩ অংশ সদস্যদের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে, যদি কোরাম গঠন না হয় তবে সভা স্থগিত করা হবে। সংগঠনের চেয়ারম্যান এর

অনুপস্থিতে সভায় উপস্থিত ভাইস চেয়ারম্যানদের থেকে সদস্যগণ কর্তৃক মনোনীত ও সমর্থিত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সভাপতিত্ব করবেন।

১৫. তহবিল ঃ

১৫.১. সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সদস্য ফি, বাৎসরিক ফি, অনুদান, শুভেচ্ছা ফি, ব্যবসায়ী সম্পদ আয়, সরকারি এবং বেসরকারী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার দান-অনুদানে সংগঠনের তহবিল গঠন করবে।

১৫.২. সংগঠনের সদস্যগণ নিজেরা গবেষণামূলক কর্মসূচি বা অন্য কোন বৈধ ক্রিয়াকলাপে জড়িত হতে পারবেন। তবে নির্বাহী কমিটির অনুমোদন ক্রমে উপরোক্ত কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য পারিশ্রমিক লাভ করতে পারবে।

১৬.**সীলঃ** কার্যনির্বাহী কমিটি সংগঠনের জন্য একটি সীল প্রদান করবে। সীল সর্বদা সাধারণ সম্পাদকের কাছে থাকবে।

১৭.**নিরীক্ষা ঃ** সংগঠনের আয় ব্যায়ের হিসাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ফার্ম বা একজন সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত অডিট রিপোর্ট বার্ষিক সাধারণ সভা কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

সংগঠনের পতাকা ব্যবহার ঃ

১৮. আর্ন্তজাতিক অফিস কর্তৃক নিয়োগকৃত ইয়াং এম্বাসেডর, পিচ এম্বাসেডর, গুড উইল এম্বাসেডর, এম্বাসেডর এটলার্জ সহ ইন্টারন্যাশনাল থেকে অনুমতি প্রাপ্ত নেতৃবৃন্দ গাড়ীতে ইন্টারন্যাশাল প্লাগ ব্যবহার করবেন।

১৯. **ডিসসোলিউশন বা উইন্ডিং আপ বা অবসায়নঃ**

যদি সংগঠন কখনো ভেঙে যায় বা অত্র সংস্থার বিলুপ্তি ঘটলে কিংবা ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিলে তখন ইহার সমস্ত ঋণ ও দায় পরিশোধের পর যদি কোন অর্থ/সম্পদ অবশিষ্ঠ থাকে তখন স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ও রেকর্ডপত্র যে কোন সমাজ কল্যাণ মূলক রেজিষ্টার্ড একই লক্ষ্যে/ উদ্দেশ্য সংগঠিত অন্য কোন সংগঠন/সংস্থায় হস্তান্তর করতে হবে। তবে এটি সংগঠনের সদস্যদের ২/৩ তম সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত ক্রমে গ্রহণ করা হবে।

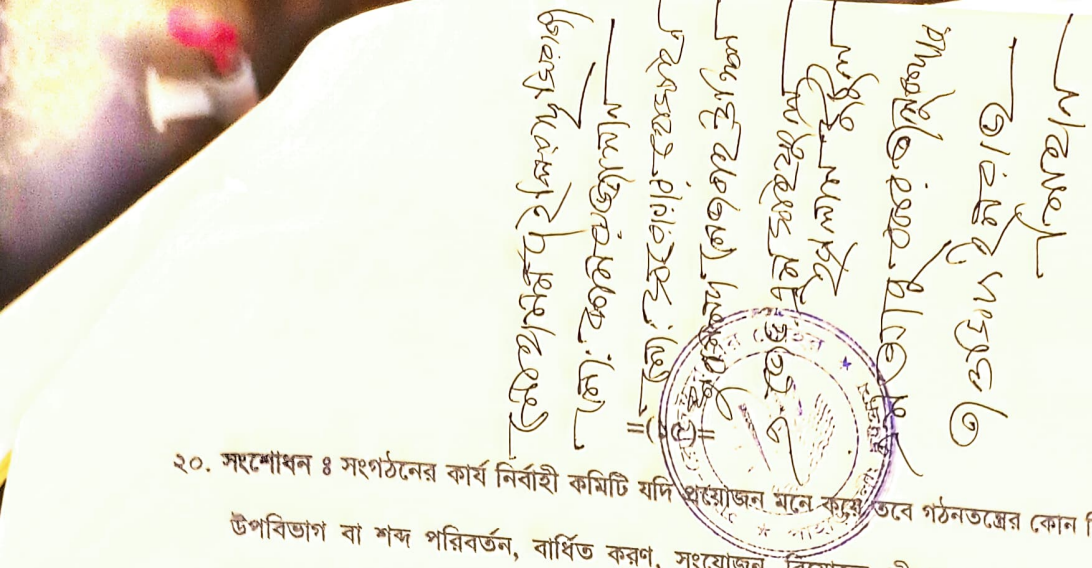

২০. **সংশোধন ঃ** সংগঠনের কার্য নির্বাহী কমিটি যদি প্রয়োজন মনে করে তবে গঠনতন্ত্রের কোন বিভাগ, উপবিভাগ বা শব্দ পরিবর্তন, বার্ধিত করণ, সংযোজন, বিয়োজন, সীমাবদ্ধতার প্রস্তাব/সুপারিশ করতে পারবে। সোসাইটির পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় মোট সদস্যদের ২/৩ সদস্যদের ভোটে পরিবর্তিত বিষয়টি অনুমোদিত হতে হবে।

আমরা ব্যক্তিবর্গ যাদের নাম, ঠিকানা, জাতীয়তা ও পেশা নিম্নে সংযুক্ত সকলে একমত হয়ে অত্র সংঘ স্মারক মোতাবেক সংগঠন গঠনে সম্মত হয়ে স্ব স্ব-নামের বিপরীতে স্বাক্ষর প্রদান করলাম।

পরিশিষ্ট

(১) সভাপতির শপথ

মহান সৃষ্টিকর্তার নামে শুরু করছি।

আমি.......................... **স্পেশাল মনিটরিং মিশন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন** বাংলাদেশ শাখার চেয়ারম্যান/সভাপতি নিযুক্ত হয়েছি। মহান সৃষ্টিকর্তা কে স্বাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করছি যে , আমি মাতৃভুমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্বের অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, প্রেম, সম্মান,ও শ্রদ্ধা অক্ষুন্ন রেখে "**স্পেশাল মনিটরিং মিশন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন** " সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও কর্মসূচির পরিপূর্ণতার বিধান কে আমার সর্বপ্রধান কর্তব্য মনে করবো।

নিজে **স্পেশাল মনিটরিং মিশন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন বাংলাদেশ শাখা**"র গঠনতন্ত্র মেনে চলব এবং এর ভিত্তিতে সৃষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি,শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে ও চালাতে এবং সংরক্ষন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

সৃষ্টিকর্তা আমাকে সাহায্য করুন- আমিন

স্বাক্ষর

(২) কার্য নিবাহী পরিষদের সদস্যের শপথ

মহান সৃষ্টিকর্তার নামে শুরু করছি।

আমি **স্পেশাল মনিটরিং মিশন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন বাংলাদেশ শাখার** করা হয়েছে, মহান সৃষ্টিকর্তা কে স্বাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি মাতৃভুমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্বের অখন্ডতার প্রতি প্রেম,সম্মান,ও শ্রদ্ধা অক্ষুন্ন রেখে " **স্পেশাল মনিটরিং মিশন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন**" সংগঠনের গঠনতন্ত্রের বিধি-বিধানের পূর্ণ অনুগত থাকবো,দ্বিধাহীন চিত্তে সভায় নিজের অভিমত প্রকাশ করবো,অপরিহার্য ওজর ব্যাতিত পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত হতে বা অভিমত প্রেরন করতে ক্রটি করবো না, " **স্পেশাল মনিটরিং মিশন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন**"

সংগঠনের শৃঙ্খলা বিধান ও কার্যাবলীর পূর্ন তত্ত্বাবধান এবং এর ত্রুটি দুর করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

সৃষ্টিকর্তা আমাকে সাহায্য করুন

স্বাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর ঃ-

ক) নাম-	মুহাম্মদ মহিউদ্দিন সিকদার	স্বাক্ষর ও তারিখ	[illegible] ২৪.৭.২৬
পিতার নাম-	[illegible]	মাতার নাম-	[illegible]
ধর্ম-	ইসলাম	পেশা-	[illegible]
বয়স/জন্ম তারিখ	[illegible]	জাতীয়তা-	বাংলাদেশী
গ্রাম/ রোড নং	[illegible]	উপজেলা/থানা	লোহাগাড়া
ডাকঘর-	লোহাগাড়া	জেলা-	চট্টগ্রাম

খ) নাম-	মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন	স্বাক্ষর ও তারিখ	[illegible] ২৪.৭.২৬
পিতার নাম-	[illegible]	মাতার নাম-	[illegible]
ধর্ম-	ইসলাম	পেশা-	চাকুরী
বয়স/জন্ম তারিখ	[illegible]	জাতীয়তা-	বাংলাদেশী
গ্রাম/ রোড নং	[illegible]	উপজেলা/থানা	[illegible]
ডাকঘর-	[illegible]	জেলা-	চট্টগ্রাম

সনাক্তকারীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর ঃ

নাম-	মোঃ মাসুদ খান	স্বাক্ষর ও তারিখ	মোঃ মাসুদ খান
পিতার নাম-	মৃত আব্দুল [illegible]	মাতার নাম-	[illegible] ২৪.৭.২০২৬
ধর্ম-	ইসলাম	পেশা-	চাকুরী
বয়স/জন্ম তারিখ	[illegible]	জাতীয়তা-	বাংলাদেশী
গ্রাম/ রোড নং	[illegible]	উপজেলা/থানা	[illegible]
ডাকঘর-	[illegible]	জেলা-	চট্টগ্রাম

মুসাবিদাকারকের নাম, পূর্ণ ঠিকানা, সনদ নং ও অফিসের ঠিকানা-

দলিল লিখকের সীল ও স্বাক্ষর

[illegible] ২৪/৭/২০২৬

এডভোকেট মোঃ সরোয়ার হোসাইন (লাভলু)
কক্ষ নং- ৪০৯, আইনজীবী দোয়েল ভবন, কোর্ট হিল, চট্টগ্রাম।
সনদ নং- ৩৯৩৪/২০১৩ইং
অফিসের নাম ঃ- বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, ঢাকা।

নং — ০৫৭৪, ক্রমিক [illegible] — [illegible]

— [illegible] — [illegible], নাম: মো:

ইলিয়াছ ভূঁইয়া, তার [illegible]

[illegible] - [illegible] মো: আলী [illegible]

১৫/৭/২৩ নং — ১০৫৭২ খ্রি: [illegible]

নাম: মো: ইলিয়াছ ভূঁইয়া. [illegible]

[illegible] মো: আলী [illegible] — ২৩/৭/২৩

সকল তথ্য সঠিক — [illegible]

শিলা দেবী — মো: [illegible] মো: [illegible]

(অধ্য: শিক্ষক) (অধ্য: শিক্ষক) অধ্য: শিক্ষক

২৫/৭/২০২৩ ২৫/৭/২৩ ২৫/৭/২৩